যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

কওমি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে যা আছে

যুগান্তর রিপোর্ট

কওমি মাদ্রাসা ও সনদের স্বীকৃতির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এক উলামা সম্মেলনে কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি বিষয় ও কারিকুলাম ঠিক করার তাগিদ দেন। এরপর এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন মাদ্রাসা অধিশাখা থেকে কওমি সংক্রান্ত ফাইল তলব করেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৮ সেপ্টেম্বর যুগান্তরকে বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে আমরা আগ্রহী। এ ব্যাপারে আমাদের নানা উদ্যোগ আছে। কওমি মাদ্রাসার আলেম সমাজ একমত হতে পারছেন না।' তিনি আরও বলেন, তারা যেভাবে চাইবেন, আমরা সেভাবে কাজ করতে চাই। আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব।

জানা গেছে, ২০১২ সালে সরকার কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল। ওই বছরের ১৫ এপ্রিল সরকার 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। বেফাক চেয়ারম্যান ও হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়। এতে কো-চেয়ারম্যান ছিলেন বৃহত্তম ঈদগাহ শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ। গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গওহরডাঙ্গা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন ছিলেন কমিশনের সদস্য সচিব। ১৭ সদস্যের কমিশনে সদস্য রাখা হয় দেশের বিশিষ্ট আলেমদের। পরের বছর ১৩ এপ্রিল কো-চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশনের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ ১১ সেপ্টেম্বর ফোনে যুগান্তরকে বলেন, কমিশনের পক্ষ থেকে একটি কওমি শিক্ষানীতি তৈরি করে আমরা জমা দিয়েছিলাম। আমাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার একটি খসড়া আইন তৈরি করেছিল। এখন ওই খসড়া আইনটি কেবিনেট মিটিংয়ে যেদিন উঠবে, তার আগের দিন হুমকি দেয়া হয়েছিল। এ কারণে প্রস্তাবটি কেবিনেট মিটিংয়ে উত্থাপনের পর আরও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তিনি বলেন, আমাদের সুপারিশের প্রধান কথা হল— কওমি মাদ্রাসার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ হবে; যা থাকবে সাংবিধানিক ও স্বাধীন সংস্থা। এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে কওমি শিক্ষা। এ শিক্ষার গ্রাজুয়েটরা সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা পাবেন।

প্রস্তাবিত কওমি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা) স্তর হবে ৬টি। এগুলো ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাথমিক), মুতাওয়াসসিমতাহ (নিম্নমাধ্যমিক), সানাবিয়্যাহ আল আম্মাহ (এসএসসি), সানাবিয়্যাহ আল উলইয়া (এইচএসসি), মারহালাতুল ফজিলাত (স্নাতক সম্মান) ও মারহালাতুত তাকমিল (দাওরা-ই-হাদিস বা স্নাতকোত্তর)।

শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় শিশুরা যেন ফরজিয়াতে দ্বীন (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়) শিখতে পারে তার জন্য ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেনের মতো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বা সাহাবি মক্তব চালুর কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মাদ্রাসা ও মসজিদে সকালে ১ ঘণ্টা করে এ শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। সম্পূর্ণ অবৈতনিক পাঁচ বছরমেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কোরআন শিক্ষা ও দ্বীনিয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা, অংক, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও সমাজবিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানভেদে সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব দূর করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে ন্যূনতম একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান আলাদা নারী শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষানীতিতে বহাল রাখা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তর চার বছরের এবং উচ্চশিক্ষা স্তর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ৫ বছর মেয়াদের প্রস্তাব করা হয়েছে। হিফজ শিক্ষায় (কোরআন মুখস্থ করা) ভর্তির বয়স ৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তিন বছরের হিফজ শেষ করে এক বছরে প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি পড়লে প্রাথমিক সমাপনী সমমর্যাদাসম্পন্ন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। শিক্ষানীতিতে এ শিক্ষার স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম বহাল রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ও আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি অনুসারী হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও কমিশনের চেয়ারম্যান (বর্তমান হেফাজতে ইসলামের আমির) আল্লামা শাহ আহমদ শফীর প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসারের প্রস্তাবিত এ সিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে বলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশে ঢাকার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক), ইত্তেহাদুল মাদারিস চট্টগ্রাম, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম-বাংলাদেশ-সিলেট, তানজিমুল মাদারিস উত্তরবঙ্গ ও বেফাকুল মাদারাসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা এ বোর্ডগুলোকে স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ডের মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বোর্ডের আওতামুক্ত মাদ্রাসাগুলো নিজ নিজ এলাকার বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিএ অনার্স ও মাস্টার্সের সনদ প্রদানের লক্ষ্যে কওমি উলামায়ে কেরামদের নিয়ন্ত্রণে স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বতন্ত্র এ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচ বোর্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডগুলোর প্রতিনিধি ও শীর্ষ উলামায়ে কেরামদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের কথা বলা হয়েছে। ■